জেন্ডার বৈষম্য

বৈষম্য

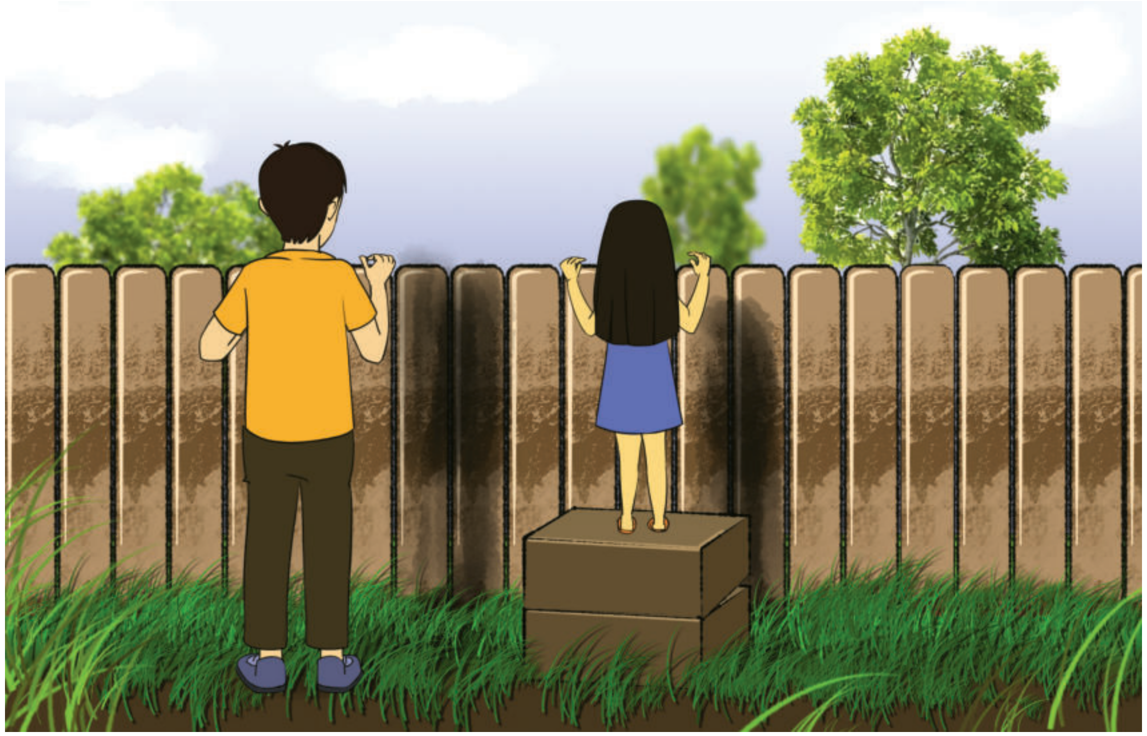

সমতা

আপনার স্বাস্থ্য আমাদের অঙ্গীকার HPNSP স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Directorate General of Family Planning
Kingdom of the Netherlands
unicef

জেন্ডার বৈষম্য

জেন্ডার এবং লিঙ্গ

জেন্ডার হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সৃষ্ট ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য। জন্মগতভাবে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে লিঙ্গগত পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য না থাকলেও পরবর্তীতে সামাজিক কারণে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে আচার ও আচরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভিন্নতা দেখা যায়। সামাজিকভাবে তৈরী ছেলে-মেয়েদের পরিচয়, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং ভূমিকাকে জেন্ডার বলা হয়।
সেক্স বা লিঙ্গ ছেলে-মেয়েদের শারীরিক পার্থক্য নির্দেশ করে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শারীরিক অঙ্গ-প্রতঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। দেশ, সময়, স্থান বা সমাজে এর পরিবর্তন বা পার্থক্য হয় না। যেমন- মেয়েরা সন্তান ধারণ করতে এবং বুকের দুধ খাওয়াতে পারে, কিন্তু ছেলেরা তা পারে না।

জেন্ডার ও সেক্স এর মধ্যে পার্থক্যঃ

সেক্স	জেন্ডার
শারীরিক	সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক
সার্বজনীন বা সমগ্র বিশ্বে একই রকম	সমাজ ও সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন
জন্মগত	সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সৃষ্ট
সাধারণত অপরিবর্তশীল	ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করা যায়
স্থান, কাল, পাত্রভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না	স্থান, কাল, পাত্রভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

জেন্ডার বৈষম্যঃ

একজন ব্যক্তির শারীরিক ও সামাজিকভাবে সৃষ্ট ভূমিকার উপর ভিত্তি করে যে বৈষম্য করা হয় তাকে জেন্ডার বৈষম্য বলে। নারী ও কন্যা শিশুরা এই বৈষম্যের শিকার বেশি হয়।

- সমাজে বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য
- সমাজে সকল ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এসব পাবার ক্ষেত্রে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের অগ্রাধিকার;
- পরিবারে কন্যা সন্তান থেকে পুত্র সন্তানের অধিক মুল্যায়ন;
- পরিবারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশী ও পুষ্টিকর খাবার খেতে দেয়া;
- কন্যা সন্তানকে পড়াশুনা করাতে বাবা-মায়ের অনীহা, পুত্রের পড়াশুনার জন্য ব্যয় করা;
- কন্যা সন্তানকে পরিবারের বোঝা মনে করে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়া;
- যৌতুক দাবী করা এবং যৌতুকের কারণে মেয়েদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা;
- অসুস্থ হলে মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের ব্যাপারে পরিবারের উদাসীনতা;
- সন্তান গ্রহণ ও নিজের শরীর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে না পারার প্রথা;
- কৈশোরে সন্তানধারণ করা;
- মেয়েদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন খুব স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করা;
- ছেলেদের তুলনায় মেয়েদেরকে কম পারিশ্রামিক দেয়া;
- ছেলে ও মেয়েদের মাঝে সম্পদের অসম বিতরণ;
- নিজ উপার্জনের উপর মেয়েদের অধিকার না থাকা;
- কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ না দেয়া;

জেন্ডার বৈষম্যের প্রভাব

- দীর্ঘদিন অসুস্থতা
- পুষ্টিহীনতা
- রক্তস্বল্পতা
- অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ
- মাতৃমৃত্যু
- গর্ভধারণ বিষয়ক জটিলতা থেকে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা;
- প্রজননতন্ত্রের প্রদাহ, যৌনরোগ
- মানসিক অসুস্থতা
- অকাল বার্ধক্য
- শারীরিক/মানসিক নির্যাতন
- যৌন হয়রানি ও ইভ টিজিং
- এসিড নিক্ষেপ
- আর্থিকভাবে নির্যাতন
- নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তি
- পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীল প্রকাশনা
- সাইবার ক্রাইম
- প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পাওয়া অথবা ঝরে পরা

জেন্ডারের এই বৈষম্যকে পরিবার, সমাজ যখন মেনে নেয় ও আইন, নীতি বা মূল্যবোধের মাধ্যমে রাস্ট্র বৈধতা দেয় তখন তা প্রাতিষ্ঠানিক রুপ লাভ করে এবং সেটি বৈষম্য হিসেবে রূপ লাভ করে।

সাম্য ও সমতার পার্থক্য

পরিবার, সমাজ ও রাস্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে মেয়েরা এখনও পিছিয়ে রয়েছে। তাই ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরকে বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়ে সাম্যের (Equity) মাধ্যমে জেন্ডার সমতা (Equality) আনতে হবে।

জেন্ডার বৈষম্য দূর করার জন্য করণীয়

জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজন সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন। সেক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো করা উচিত সেগুলো হচ্ছে ঃ

- জেন্ডার বৈষম্য রোধে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতার সৃষ্টি করা;
- মেয়েদের শিক্ষা, মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ, মেয়েদের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি, মেয়েদের নির্যাতন প্রতিরোধ সহ সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করা;
- ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও চাকরি ও ব্যবসাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, তাই দেশের সার্বিক উন্নয়নে ছেলেদের পাশাপাশি দক্ষ মেয়েশক্তি গড়ে তোলা;
- দক্ষতা অনুসারে সকল কর্মকান্ডে ছেলে - মেয়েদেরও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- মেয়েদের অধিকার রক্ষায় সকল প্রকার আইনি সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা;
- ছেলে - মেয়েদের সমতা বজায় রাখার মাধ্যমে মেয়েদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- মেয়েদেরকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য দেশের প্রচলিত আইনের প্রয়োগ করা;

মনে রাখতে হবে : ছেলে ও মেয়ের সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
Directorate General of Family Planning
Kingdom of the Netherlands
unicef